তারিখ ... 12 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

যুগান্তর

পা দিয়ে লিখে এসএসসি পাস করেছে লালমনিরহাটের শারীরিক প্রতিবন্ধী আরিফা খাতুন যুগান্তর

অদম্য মেধাবী স্বপ্নছোঁয়া পা

মো. মিজানুর রহমান দুলাল,
লালমনিরহাট থেকে

বিদ্যালয়ে যেমন পড়তে হয়, তেমনি লিখতেও হয়। কিন্তু শারীরিক প্রতিবন্ধী আরিফা খাতুনের দুটি হাতই যে সম্পূর্ণ অচল! তাহলে সে লিখবে কি করে? এমন দুশ্চিন্তা নিয়েই প্রথম স্কুলে যায় সে। শিশুকালে মায়ের সাহায্য নিয়ে বই খুলে পড়া শুরু। এরপর বাধ্য হয়ে পা দিয়েই লিখতে শেখে আরিফা। আজ সে পা'ই তার স্বপ্ন ছুঁয়ে দিল। পা দিয়ে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৮

অদম্য মেধাবী স্বপ্ন ছোঁয়া পা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

লিখেই এসএসসি পাস করল সে।

অদম্য মেধাবী আরিফার বাড়ি লালমনিরহাট সদর উপজেলার খোড়ারপুল শাইটারী গ্রামে। এবার এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৪.১১ পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে সে। এখন তার স্বপ্ন উচ্চ শিক্ষা।

জন্মের পর থেকেই দুটি হাত অচল আরিফা খাতুনের। তবুও পড়াশোনার অদম্য বাসনা নিয়ে ভর্তি হয় স্থানীয় একটি ব্র্যাক স্কুলে। হাতের লেখা চলে পা দিয়েই। এভাবেই প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়ে ভর্তি হয় লালমনিরহাট সদর উপজেলার ফুলগাছ উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে মানবিক শাখায় এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। আর পা দিয়ে লিখেই জয় করে এসএসসি। তার কৃতিত্বে দারুণ খুশি স্বজনরা।

স্কুল শিক্ষকরা জানান, হাত অচল হলেও আরিফা অসম্ভব মেধাবী। খুব সহজেই সে যে কোনো পড়া মুখস্ত করতে পারে। আর পায়ের আঙুলের ফাঁকে কলম ধরে সহজেই খাতায় লিখে। তার লেখা ক্লাসের আর দশজন শিক্ষার্থীর মতোই। হঠাৎ করে কেউ তার লেখা দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, তা পায়ের সাহায্যে লেখা।

পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট আরিফা খাতুন পড়াশোনায় মেধাবী হিসেবে সবার কাছে পরিচিত। তার অপর দুই ভাই ও দুই বোন স্বাভাবিক হলেও আরিফা জন্মের পরই প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। বাবা আবদুল আলী একজন তালা মেরামতকারী (মিস্ত্রি) আর মা মমতাজ বেগম গৃহিণী। সদর উপজেলার খোড়ারপুল শাইটারী গ্রামের বাসিন্দা আবদুল আলী তার প্রতিবন্ধী মেয়ে আরিফাকে অতি কষ্টে পড়াশোনা করাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

আরিফা জানায়, দুটি হাত সম্পূর্ণ অচল হওয়ায় তাকে পা দিয়েই সব ধরনের কাজ করতে হয়। তবে মা মমতাজ বেগম তাকে খাইয়ে দেন, গোসল করিয়ে দেন আর পোশাক পরতে সহযোগিতা করেন।

এদিকে পরীক্ষায় ভালো ফল করেও খুশি হতে পারেনি শারীরিক প্রতিবন্ধী আরিফা। কারণ জানতে চাইলে সে বলে, 'ইচ্ছে থাকলেও আমার মতো দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা বেশি দূর লেখাপড়া করতে পারে না। এরপরও স্বপ্ন দেখছি উচ্চ শিক্ষা অর্জনের।'

ফুলগাছ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহজাহান আলী জানান, শারীরিক প্রতিবন্ধী আরিফা খাতুন অদম্য ইচ্ছা থেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে মাধ্যমিক পাস করেছে। দারিদ্র্য আর প্রতিবন্ধকতা জয় করে আরিফা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করবে এমন বিশ্বাস তার।

আরিফার বাবা আবদুল আলী মেয়ের ফলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, প্রতিবন্ধী হয়েও আরিফা আজ আমাদের সবার মুখ উজ্জ্বল করেছে। আমরা সবাই খুশি।